দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 18 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণ

কারিগরি শিক্ষা প্রসারের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এই ব্যাপারে আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কর্ম-পরিকল্পনা উৎসাহব্যঞ্জকই বলিতে হইবে। ২০২০ সালের মধ্যে দেশের মোট শিক্ষার্থীর ২০ শতাংশকে কারিগরি শিক্ষার আওতায় আনিবার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হইয়াছে। আর এই লক্ষ্যে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসমূহে আসনসংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি কারিগরি স্কুল ও কলেজসমূহে ডিপ্লোমা কোর্স চালুর অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। দেশে বর্তমানে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সংখ্যা ৪৯টি। এ ছাড়াও সরকারি পর্যায়ে কারিগরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ রহিয়াছে ৬৪টি। এতদ্ব্যতীত বগুড়ায় আছে একটি ভোকেশনাল টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীকে টেকনিক্যাল শিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসমূহে ডবল শিফট চালু করা হইয়াছে। ফলে কারিগরি শিক্ষায় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দ্বিগুণে উন্নীত হইয়াছে। প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে শিক্ষার্থী সংখ্যা ২৫ হাজার এবং কারিগরি স্কুল ও কলেজসমূহে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৫৭ হাজারেরও বেশি। দৃশ্যমান এই অবস্থাটিকে নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিবার সুযোগ নাই। তবে কোয়ালিটি এবং কোয়ানটিটি—এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার বিষয়টি উপেক্ষিত থাকিয়া যাইতেছে কীনা, তাহাও কিন্তু ভাবিয়া দেখিবার দরকার আছে। সংখ্যাটি গুরুত্বপূর্ণ হইলেও গুণগত মানের প্রশ্নটি গৌণ নহে।

বিদ্যমান বাস্তবতায় কারিগরি শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত তথ্যাভিজ্ঞ মহল কী বলিতেছেন, তাহাও শোনার এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। তাহাদের বক্তব্য; প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ না করিয়াই কারিগরি শিক্ষার সংখ্যাসূচক সম্প্রসারণ দ্বারা প্রত্যাশিত ফলোদয় হইবার নয়। কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক শিক্ষার যতটা প্রয়োজন, তাহার চাইতে প্র্যাকটিক্যালের আবশ্যকতা বেশি বৈ কম নহে। শিক্ষার্থী অনুপাতে ল্যাবরেটরির সম্প্রসারণ, আবশ্যকীয় উপকরণাদির সংস্থান করা এবং আনুপাতিক হারে শিক্ষক নিয়োগ জরুরি। শ্রেণিকক্ষও বাড়াইতে হইবে। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত সাম্প্রতিক এক রিপোর্ট হইতে জানা যায়, শিক্ষার্থী সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়া গেলেও শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ে নাই। হাতে-কলমে শিক্ষার সুযোগও সম্প্রসারিত হয় নাই। প্রায় সাড়ে আটশত শিক্ষকের পদ শূন্য রহিয়াছে। শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করা কর্তব্য। দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি করিতে কারিগরি শিক্ষার কার্যকারিতা অপরিসীম। কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত জনশক্তির চাহিদা যেমন আছে দেশের ভিতরে, তেমনই বহির্বিশ্বে। সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ জনশক্তি রাখিয়া চলিয়াছে অব্যাহত ভূমিকা। এশিয়ার এই দুইটি দেশে কারিগরি শিক্ষার হার যথাক্রমে ৬৫ ও ৪০ শতাংশ। কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণে যে উদ্যোগ আমাদের দেশেও নেওয়া হইয়াছে, তাহাকে অবশ্যই ফলপ্রসূ করিতে হইবে।